কলকাতার বর্ষা

চিরঞ্জয় দাস

প্রতিযোগিতা চলেছে,
ফুটে উঠছে নারী।
বর্ষণের দ্রাঘিমায়,
আবহাওয়াবিদের প্রার্থনায়।
এক পশলা বৃষ্টি যদি আসে,
রথযাত্রার দিনে, আষাঢ় মাসে,
প্রিয়ম্বদা চলো,
শহরটাকে বলো,
সহবত লাজলজ্জা ভুলে,
উড়িয়ে ওড়না তার
না লেখা কবিতার,
বেদনায়।

আরো একটু বে-আব্রু হয়ে
দামাল একটা রাত্রি জেগে রয়ে
হারিয়ে যাক কল্পনায়
চুম্বন
তোমারি, আমারি।

কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ বাতাস মেখে,
আজানের সুরে।
বিছিয়ে যায়,
যন্ত্রনায়।
এই বিকেলে,
টিনের চালের শব্দ হলে।
বৃষ্টিপাতের টাপুরটুপুর।
রাস্তায় জলের শব্দ,
হঠাৎ চলে যাওয়া আলো।
যান্ত্রিকতার খ্রীষ্টাব্দ।
শরীরে শিহরন জাগানো।
তিলোত্তমার পরশ।
মানভাঙানোর শব্দকোষ।

উত্তর কলকাতার বারান্দায়,
এই সন্ধ্যায়,
অকৃপণ বৃষ্টিভিজে যায়।
মডেল কন্যার অবসর।
বাজার সূচকের ওঠাপড়া।
রিকসার টুং টুাং ধ্বনি।
নিম্নচাপের ধারাবিবরনী
র‍্যাডার বিলিয়ে দেয়
শহরের এ কোনে ও কোনে,
আপেক্ষিকতার সূত্র মেলে।

বাইরে এসো,
চাও আশমানে।
প্রেম নয়, একটু অভিমানে
স্রেফ স্পর্শ করো বাতায়ন,
যন্ত্রযুগে সমুদ্রমন্থন।
পৌরসভার বন্যতায় নদী,
গল্পগুলো সত্য হতো যদি।
প্রিয়ম্বদা ছুটে
ভিড় বাসে উঠে।
আসতে কি একবার?
এয়ার্টেলের হোডিং টার নীচে।
সিক্ত সুন্দরীর অশ্রুজলে
লেমানের সুরের কোলাহলে।
আমি টের পাই, পুরস্কার।
তোমার স্নানে।
শারদসম্মানে।